তারিখ 2 3 APR 2004
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৩ ...

ভোরের কাগজ

অর্ধশতাধিক আহত □ ভাঙচুর-লুটপাট

ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর শিবিরের হামলা, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষের পর রংপুর মেডিকেল বন্ধ ঘোষণা

পরিমল মজুমদার, রংপুর থেকে : রংপুর মেডিকেল কলেজে গতকাল মঙ্গলবার ছাত্রদল, ছাত্রশিবির ও পুলিশের মাঝে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া, গুলিবর্ষণ, ভাঙচুর ও লুটপাটের ঘটনায় ছাত্র ও বহিরাগতসহ কমপক্ষে অর্ধশত ব্যক্তি আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত ৭ ছাত্রকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা সোমবার গভীর রাতে কলেজের পিন্নু ছাত্রাবাসে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে ছাত্রদল কর্মী ও সাধারণ ছাত্রদের অস্ত্রের মুখে বের করে দিয়ে সেখানে অবস্থান নেয়। এনিয়ে গতকাল সকাল থেকেই এ দুটি দলের মাঝে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে কলেজ কর্তৃপক্ষ পরিস্থিতি সামাল দিতে গতকাল থেকেই অনির্দিষ্টকালের জন্য কলেজ বন্ধ ঘোষণা এবং বিকাল ৫টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেন। অপরদিকে ছাত্রদলের বিক্ষুব্ধ নেতাকর্মীরা কলেজে সশস্ত্র শিবির কর্মী ও বহিরাগত সন্ত্রাসীদের গ্রেপ্তার ও শাস্তির দাবিতে ● এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ১

ছাত্রদল নেতাকর্মীদের ওপর শিবিরের

● প্রথম পাতার পর

ইন্টার্নি চিকিৎসকদের চিকিৎসা সেবা ও প্রশাসনিক কাজকর্ম বন্ধ করে দেওয়া ছাড়াও সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের ক্লাস বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

কলেজ কর্তৃপক্ষ, ছাত্রছাত্রী এবং পুলিশ সূত্রে জানা যায়, গত রোববার কলেজের হলরুমে ছাত্রদলের একটি অনুষ্ঠান চলাকালে সেখানে শিবিরের জনৈক নেতা ছাত্রদল সম্পর্কে আপত্তিজনক বক্তব্য রাখে। এরই প্রতিবাদে সোমবার রাতে ছাত্রদল ক্যাম্পাসে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করে। মিছিল চলাকালে শিবিরের কর্মীরা তাদের ওপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। এতে উভয় পক্ষের মাঝে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। সোমবার গভীর রাতে ইসলামী ছাত্র শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা অস্ত্রের মুখে কলেজের পিন্নু ছাত্রাবাসে ঢোকে এবং সেখানে অবস্থানরত ছাত্রদল ও সাধারণ ছাত্রদের হল থেকে বের করে দিয়ে সমস্ত হলের দখল নেয়। এ সময় তারা ছাত্রাবাসের সাধারণ ছাত্রদের মালামাল লুট করে নিয়ে যায়। খবর পেয়ে ভোরে কলেজ কর্তৃপক্ষ সেখানে পুলিশ মোতায়েন করলেও শিবিরের সশস্ত্র কর্মীরা দখল বজায় রাখে। তারা হলের ভেতর থেকে তালা আটকিয়ে সেখানেই অবস্থান করে সেখান থেকে 'নারায়ে তকবির' স্লোগান দিয়ে ফাঁকা গুলিবর্ষণ ও ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। অপরদিকে হল উদ্ধারের জন্য ছাত্রদল এবং সাধারণ ছাত্ররা কয়েকদফা চেষ্টা চালালেও পুলিশ তাদের বাধা দেয়। এ সময় ছাত্রদল ও সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশ ১৫/২০ রাউন্ড কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ ও লাঠিচার্জ করে।

আহতদের মধ্যে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ছাত্রদলের মোঃ আলী রেজা আলবেনী রাকী ৩য় বর্ষ, মারুফুল হাসান মারুফ ৪র্থ বর্ষ, তরিকুল হাসান পলাশ ৩য় বর্ষ, চন্দন কুমার ৫ম বর্ষ, সোহেল রানা সোহেল ২য় বর্ষ ও অজ্ঞাতনামা দুজন।

দুপুর দুটার দিকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষসহ অন্যান্য শিক্ষক এবং ম্যাজিস্ট্রেট আবদুস সবুর ও এনামুল হকের নেতৃত্বে একদল দাঙ্গা পুলিশ সেখানে উপস্থিত হয়ে শিবির কর্মীদের হল থেকে বের করে দেয়ার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়। বিকাল সোয়া ৩টায় কারমাইকেল থেকে শিবিরের শতাধিক সশস্ত্রকর্মী ফাঁকা গুলি ছুড়তে ছুড়তে মিছিল নিয়ে ক্যাম্পাসে ঢুকে পুলিশের সহায়তায় ছাত্রদলের নেতাকর্মীদের ধাওয়া করে বের করে দেয়। এক পর্যায়ে তারা ছাত্রাবাসের একটি গ্রিল ভেঙে ফেলে সেখানে অবস্থানরত তাদের কর্মীদের উদ্ধার করে বীরদর্পে ক্যাম্পাস ত্যাগ করে।